কলাবাগান স্বেচ্ছাসেবক লীগ সভাপতি শেখ মুনিম ফয়েজ হত্যাকান্ডের রহস্য উন্মোচন, গ্রেফতার ০৭

কলাবাগান স্বেচ্ছাসেবক লীগ সভাপতি শেখ মুনিম ফয়েজ হত্যাকান্ডের পরিকল্পনাকারীসহ ৭ জনকে গ্রেফতার করেছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ। মৃতদেহ পরিবহনে ব্যবহৃত প্রাইভেট কার ও এ্যাম্বুলেন্স উদ্ধার করা হয়েছে। গ্রেফতারকৃতরা হচ্ছে কাজী সিরাজুল আলম ওরফে কাজী সিরাজ (৬২), মোঃ শাকিল খান (২৫), মোঃ জাহিদ হাসান ওরফে সিজান (২২), মোঃ নবীন হোসেন (২৩), প্রাইভেট কারের ড্রাইভার মোঃ রফিকুল ইসলাম ওরফে ফরিদ (৩৫), এ্যাম্বুলেন্স এর ড্রাইভার মোস্তফা (৩৩) ও এ্যাম্বুলেন্স এর হেলপার মোঃ ইমরান হোসেন (২০)।

গত৭-৯ মে গোয়েন্দা দক্ষিণ বিভাগের সিনিয়র সহকারী পুলিশ কমিশনার জনাব আহাদুজ্জামান মিয়া, সহকারী পুলিশ কমিশনার জনাব মাহমুদা আফরোজ লাকী, সহকারী পুলিশ কমিশনার জনাব জাহাঙ্গীর আলম ও সহকারী পুলিশ কমিশনার জনাব হাসান আরাফাত যৌথভাবে অভিযান পরিচালনা করে ঢাকা মহানগরীর বিভিন্ন এলাকা থেকে উল্লেখিত ৭ জনকে গ্রেফতার করে। এ সময় খুনের পর মৃতদেহ গোপন করার কাজে ব্যবহৃত একটি প্রাইভেট কার ও একটি এ্যাম্বুলেন্স উদ্ধার করা হয় ।

আজ দুপুরে ডিএমপি মিডিয়া সেন্টারে আয়োজিত এক সংবাদ ব্রিফিং-এ উপ-পুলিশ কমিশনার ডিবি (দক্ষিণ) কৃষ্ণপদ রায় এ তথ্য জানান।

এ সময় উপ-পুলিশ কমিশনার রমনা মারুফ হোসেন সরদার, অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার (ডিবি)মোঃ ছানোয়ার হোসেন উপস্থিত ছিলেন।

গ্রেফতারকৃতরা হচ্ছেঃ (১) কাজী সিরাজুল আলম @ কাজী সিরাজ (৬২), (২) মোঃ শাকিল খান (২৫), (৩) মোঃ জাহিদ হাসান @ সিজান (২২), (৪) মোঃ নবীন হোসেন (২৩) (৫) প্রাইভেট কার

ড্রাইভার ফরিদ @ মোঃ রফিকুল ইসলাম (৩৫), (৬) এ্যাম্বুলেন্স ড্রাইভার মোস্তফা (৩৩) ও (৭) এ্যাম্বুলেন্স হেলপার মোঃ ইমরান হোসেন (২০)।

প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জানা যায়, যুবকের গ্রাহকদের পরিকল্পনা অনুসারেই এই হত্যাকান্ডের ঘটনা ঘটে। গ্রাহকদের একজন ফয়েজকে রায়েরবাজার এলাকায় আনার পর অপহরণ করে একটি বাসায় আটকে রাখে। অতঃপর খুনীরা তাকে উপর্যুপরি আঘাত এবং পরে শ্বাসরোধ করে হত্যা করে বলেও গ্রেফতারকৃতরা জানায়।

তারা আরো জানায়, ফয়েজকে ধরে এনে আটক রেখে টাকা আদায়ের উদ্দেশ্য থাকলেও একজন নারীর পরিকল্পনা অনুসারে গ্রেফতারকৃত কাজী সিরাজ, শাকিল খান, জাহিদ হাসান ও নবীন হোসেন হত্যাকান্ডের ঘটনায় অংশগ্রহন করে।

গত ৫ এপ্রিল ভিকটিমকে পরিকল্পনাকারী ঐ নারী সদস্যের বাসায় ডেকে নিয়ে যাওয়া হয়। এক পর্যায়ে ঐ নারী সদস্যের সাথে আসামীরা ৪-৬ জন মিলে এক পর্যায়ে হত্যা করে ফয়েজকে। এরপর গ্রেফতারকৃত শাকিল খান, জাহিদ হাসান ও নবীন হোসেন একটি প্রাইভেট কার ভাড়া করে এবং ঐ বাসা থেকে মৃতদেহ অন্যত্র নিয়ে যায়। গ্রেফতারকৃত ড্রাইভার ফরিদ লাশটি মোহাম্মদপুর নিয়ে যাওয়ার পর গাড়ি নষ্ট হয়ে যাওয়ার অজুহাত দেখায়। সে তাদেরকে একটি এ্যাম্বুলেন্স ভাড়া করে দেয়। তারা এ্যাম্বুলেন্স নিয়ে ভালুকার উদ্দেশ্যে লাশ পরিবহণ করে। কিন্তু গাজীপুর বর্ষা সিনেমা হলের কাছে পৌঁছলে তারা লাশটি নিয়ে এ্যাম্বুলেন্স থেকে নেমে পড়ে। এরপর তারা লাশটি একটি ভ্যানে তুলে দিয়ে কৌশলে পালিয়ে আসে।

উল্লেখ্য, গত ৫ এপ্রিল মনিম ফয়েজ নিখোঁজ হওয়ার পর ৬ এপ্রিল তার পরিবার কলাবাগান থানায় একটি জিডি করে। ৬ এপ্রিল ফয়েজ এর মৃতদেহ গাজীপুর চৌরাস্তায় অবস্থিত বর্ষা সিনেমা হলের পার্শ্ববর্তী হাইওয়ের পাশে পাওয়া যায়। ৭ এপ্রিল ফয়েজ এর মৃতদেহ সনাক্ত করে তার পরিবারবর্গ।